নগর সংবাদ
NAGAR SANGBAD

বর্ষ ৪: সংখ্যা ১৫
Vol. IV No. 15

এলজিইডির আওতাধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
A QUARTERLY UMSU PUBLICATION OF LGED

জানুয়ারী - মার্চ ২০০৯
January - March 2009

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

নগর সুশাসন ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-২) যাত্রা শুরু করেছে। প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য প্রকল্পের ৩৫টি পৌরসভার মেয়রদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন গত ১৮ মার্চ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধনীপর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক ও জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা পাটোয়ারী।

অংশগ্রহণকারী পৌরসভার মেয়রদের স্বাগত জানিয়ে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল্লাহ্ বলেন, এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে ইউজিআইআইপি-২ এর গুনগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেন, প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পৌরসভায় তৈরী করা হবে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি)। জনগণের অংশগ্রহণে প্রণয়নকৃত এই পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রতি মহল্লায় গঠন করা হবে কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা (সিবিও), প্রতি ওয়ার্ডে থাকবে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) এবং পৌরসভায় গঠন করা হবে নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)। টিএলসিসি গঠনের ক্ষেত্রে শহরের সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, ইউজিআইআইপি-২ এর প্রথম পর্যায়ে দেড় বছর

এলজিইডির দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের মেয়রদের ওরিয়েন্টেশন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রধান প্রকৌশলী জনাবমোঃ ওয়াহিদুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সর্ব জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা পাটোয়ারী, প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল্লাহ এবং এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম।

পৌরসভাকে নগর পরিচালন উন্নতিকরণ, কর্মপরিকল্পনা বা ইউজিআপ বাস্তবায়ন করতে হবে। ইউজিআপ বাস্তবায়নে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকবে; কিন্তু পৌরবাসীদের সঙ্গে নিয়ে এসব বাধা অতিক্রম করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে সাফল্যজনক ভাবে ইউজিআপ বাস্তবায়ন করে পৌরসভাকে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায় থেকে শুরু হবে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ। তিনি পৌরসভার সব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রতিমাসে প্রকল্পের পারফরমেন্স রিভিউ করার জন্য মেয়রদের পরামর্শ দেন।

সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাজমুল হাসান বলেন, পৌর এলাকার সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। তিনি বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণের ওপর জোড় দেন। তিনি বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পৌর কর্তৃপক্ষকে কারও মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না। নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতে নেয়া হয়েছে এই প্রকল্প। মেয়রদের কর্মতৎপরতার ওপর এর ভবিষ্যত নির্ভর করছে। তিনি বলেন, আগামীতে নগর ভিত্তিক প্রতিটি প্রকল্প পৌরসভার পারফরমেন্সের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বে সব পৌরসভা উন্নিত হতে সমর্থ হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের ক্রয়সংক্রান্ত নীতিমালা মেনে চলার জন্য তিনি মেয়রদের পরামর্শ দেন।

উদ্বোধনীপর্বে মেয়রদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন রংপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ আবদুর রউফ।

কার্যঅধিবেশনে প্রকল্পের বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল্লাহ্, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান, জনাব মোঃ নুর হোসেন হাওলাদার এবং জিটিজেড এর পরামর্শক ও এলজিইডির সাবেক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল গফ্ফার।

বিকেলে সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং উপ-সচিব জনাব মোঃ শাহ্ কামাল। *(এরপর ২য় পৃষ্ঠায়)*

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- মিশন
- প্রশিক্ষণ
- জিটিজেড এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর
- সাক্ষাৎকার (পৌর মেয়র চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
- খুলনায় চক্ষু শিবির
- গাজীপুর পৌরসভায় প্রদর্শনী
- ওএফআইডি এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

সম্পাদকীয়

স্বাবলম্বী হবার জন্য পৌরসভার দরকার স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি

ঊনবিংশ শতাব্দির ষাটের দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৩০৯টি। পৌরসভা সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে পৌরবাসীকে নাগরিক সুবিধা দেয়া। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ১) পৌর এলাকায় রাস্তা-ঘাট, ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ ও এগুলোর সংস্কার ২) শহরের বর্জ্য অপসারণ ও রাস্তা-ঘাট, ড্রেন ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন রাখা, ৩) সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা এবং ৪) সুপেয় পানীয়জল সরবরাহ করা। এছাড়াও পৌরসভা পৌরবাসীর সুবিধার্থে বাস-ট্রাক টার্মিনাল, বিনোদন পার্ক, বিপণী বিতান, কিচেন মার্কেট ইত্যাদি নির্মাণ করে থাকে। এসব সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরী যে বিষয়, তা হচ্ছে অর্থ। পৌরসভার অর্থের যোগান আসে মূলতঃ স্থানীয় সম্পদ আহরণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ থেকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পৌরবাসীর চাহিদানুযায়ী পৌরসভাগুলো নগরবাসীকে পৌরসেবা দিতে পারছে কি-না?

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোর আর্থিক ভিত্তি খুবই নাজুক। সীমিত সম্পদে পৌরসেবা দিতে গিয়ে পৌরসভার অবস্থা হচ্ছে তিন হাত কাপড়ে শরীর ঢাকার মতো। মাথা ঢাকতে পা বেরিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে দরকার স্থানীয় সম্পদ আহরণের পরিমাণ বাড়িয়ে পৌরসভাকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো।

পৌরসভার স্থানীয় সম্পদের প্রধান উৎস দু'টিঃ পৌরকর এবং নিজস্ব অন্যান্য উৎস খাত। এ দুটো খাতে আদায়কৃত অর্থ দিয়ে পৌরসভার অপারেটিং ব্যয়সহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা এবং বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ করতে হয়। অবশিষ্ট অর্থ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থে বাস্তবায়ন করা হয় উন্নয়ন কার্যক্রম।

নিজস্ব সম্পদ আহরণের পরিমাণ বাড়ানো না গেলে পৌরবাসীর চাহিদা মেটানো অসম্ভব একটি ব্যাপার। পৌরকর বা নিজস্ব অন্যান্য উৎসের আয় বাড়ানোর জন্য জরুরী যেটা প্রয়োজন, তা হলো সঠিক হারে কর নির্ধারণ এবং সঠিক সময়ে তা আদায়ের ব্যবস্থা করা। পৌরসভার দক্ষতা বাড়িয়ে স্থানীয় সম্পদ আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০০১ সাল থেকে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্পের আওতায় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট বা এমএসইউ'র মাধ্যমে এলজিইডির ১০টি অঞ্চলের মধ্যে ৬টি অঞ্চলে ৬৯টি এবং ২০০৩ সাল থেকে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট বা ইউএমএসইউ'র মাধ্যমে অবশিষ্ট ৪টি অঞ্চলের ৪১টি অর্থাৎ মোট ১১০টি পৌরসভায় ৪টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটারাইজড ট্যাক্সেস বিল ও কম্পিউটারাইজড পানির বিল প্রস্তুত করন। ইতোমধ্যে ৯৪টি পৌরসভা কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পৌরকর এবং ৭১টি পৌরসভা পানির বিল তৈরী করে তা ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করায় ওই সব পৌরসভার পৌরকর আদায়ের হার বেড়েছে।

কর আদায়ের হার বৃদ্ধি পেলেও আহরিত সম্পদের মোট পরিমাণ বাড়ানোর জন্য দরকার সঠিক হারে কর নির্ধারণ। " দি পৌরসভা (ট্যাকসেশন) রুলস্ ১৯৬০" এর বিধান মতে সঠিক হারে হোল্ডিং ট্যাকস নির্ধারণ করতে পারলে পৌরসভার নিজস্ব সম্পদের পরিমাণ বেড়ে যাবে অনেকগুন। এতে পৌরসভার পক্ষে সহজতর হবে পৌর পরিসেবার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

পৌরসভার সমস্যা নানাবিধ। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তির অভাব, কর প্রদানে পৌরবাসীর অনীহা, অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে বর্ষায় ও বন্যায় জলাবদ্ধতার ফলে অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া- এসব সমস্যা নিয়ে চলছে আমাদের পৌরসভাগুলো। মান সম্মত সেবা না পেয়ে জনগণ যেমন পৌরসভামুখো হচ্ছে না, পক্ষান্তরে কর আদায়ের পরিমাণ না বাড়ায় পৌরসভা দিতে পারছে না মান সম্মত পরিসেবা। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হবে। পৌর জনসাধারণ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে পৌর এলাকার সামগ্রীক উন্নয়নে। নাগরিকদের মুখ ফেরাতে হবে পৌরসভার দিকে। পৌরসভা ও পৌরবাসীর মধ্যে তৈরী করতে হবে সেতু বন্ধন। আর এটাই আমাদের কাম্য। ■

দ্বিতীয় নগর পরিচালন প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপ-সচিব বলেন, ইউজিআইআইপি-১ এর আদলে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পটি। নগর পরিচালন উন্নতিকরণের শর্ত পূরণ করতে পারলে পৌরসভাকে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে। প্রকল্পভুক্ত সব পৌরসভাই সাফল্যের সঙ্গে নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমর্থ হবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সমাপনী বক্তব্যে যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, আমাদের দেশে অনেক অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে; কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনসম্পৃক্ততা না থাকায় এবং সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বহুলাংশে এসব উন্নয়ন টিকে থাকেনি। এই প্রকল্পটি অন্য দশটি প্রকল্প থেকে আলাদা। এখানে কাজ করতে হবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে। পৌরসভায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে সুশাসন। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে পৌরবাসীর চোখে যে স্বপ্ন আজ রচিত হয়েছে, সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে মেয়রদের। চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের সহায়তায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা বাংলাদেশের একটি অনন্য মডেল পৌরসভায় পরিণত হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ইউজিআইআইপি-২ এর সবগুলো পৌরসভাই হবে বাংলাদেশের এক একটি আদর্শ পৌরসভা।

এদিকে পৌরসভার কাউন্সিলরদের প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য গত ২ মার্চ সিলেটে, ৫ মার্চ বরিশালে, ১২ মার্চ নাটোরে এবং ২২ ও ২৩ মার্চ ঢাকায় ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। ১৪টি পৌরসভার মোট ১৬০ জন পুরুষ ও ৫৯ জন মহিলা কাউন্সিলর এসব ওরিয়েন্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালকদ্বয় কাউন্সিলরগনকে প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা দেন।

এছাড়া গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, মেডিকেল অফিসার ও সচিবদের প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল্লাহ, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুর হোসেন হাওলাদার ও জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাস খান এবং জিটিজেড এর পরামর্শক জনাব মোঃ আবদুল গফফার প্রকল্পের অন্যতম উপাংশ নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রমের ছয়টি ক্ষেত্রে যে সব কার্যক্রম পৌরসভাগুলোকে বাস্তবায়ন করতে হবে সে বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব জনাব মোঃ শাহ্ কামাল সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। ■

এডিবি মিডটার্ম রিভিউ মিশন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে মতবিনিময় সভায় যোগদেয়। সভায় বক্তব্য রাখছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব খায়রুজ্জমান লিটন। STIFPP-2 এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মিশন

এডিবি মিডটার্ম ও সেফগার্ড রিভিউ মিশন STIFPP-2 ভুক্ত পৌরসভা পরিদর্শন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব জহিরউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের এডিবি মিডটার্ম রিভিউ মিশন গত ২২ ফেব্রুয়ারী থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয় মাঝারী শহর সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশনের অপর সদস্যরা হলেন এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সোশাল এন্ড জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট কর্মকর্তা বেগম ফেরদৌসী সুলতানা, প্রজেক্ট এ্যানালিস্ট জনাব লিয়াকত আলী খান।

২৩ ফেব্রুয়ারী থেকে মিশন মানিকগঞ্জ ও কুষ্টিয়া পৌরসভা এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন পরিদর্শন করে। এসময় STIFPP-2 এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন পূর্তকাজ পরিদর্শন করা হয়। পৌরসভাগুলো পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট পৌর মেয়র, পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ, এলজিইডি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে মিশনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশন পরিদর্শনকৃত পৌরসভার নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে এবং এর অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে।

STIFPP-2 এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব হাসান কবির খসরু, পরামর্শকের টিম লিডার মিঃ মার্টিন গিলহাম ও বিভিন্ন পরামর্শকবৃন্দ মিশনের সঙ্গে পৌরসভাসমূহ পরিদর্শন করেন। গত ৮ মার্চ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এর সঙ্গে মতবিনিময় সভা এবং ১২ মার্চ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যাপআপ সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফলতা ও ভবিষ্যত করণীয় সর্ম্পকে আলোচনার মাধ্যমে মিশনের কার্যক্রম শেষ হয়।

এদিকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) সদর দপ্তরের সেফগার্ড রিভিউ মিশন গত ১৫-১৯ মার্চ ২০০৯ একই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশন সদস্যরা হলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ম্যানিলার রিজিওনাল এন্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (আরএসডিডি)এর ভার্জেল এম মেডিনা, সোশাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট মিঃ বিশ্বনাথ দেবনাথ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের রি-সেটেলমেন্ট কনসালটেন্ট মিঃ বেনু গোপাল দে।

মিশন ১৫ মার্চ প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করে এবং ১৬ ও ১৭ মার্চ জামালপুর ও ময়মনসিংহ পৌরসভা এবং ১৮ মার্চ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন পরিদর্শন করে। ১৯ মার্চ মিশন তাদের কার্যক্রম শেষ করে। ■

প্রশিক্ষণ

পিপিআর ২০০৮

এমএসইউর আয়োজনে এলজিইডি সদর দপ্তরে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে চার দিনব্যাপী ছয়টি ব্যাচে পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ ২০০৮ এন্ড কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫৫টি পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীগণ এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালক জনাব মুহাঃ আজিজুল হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিলেট বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব পি, কে, চৌধুরী, কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আবদুস সামাদ ও জনাব মোঃ মকবুল হোসেন। প্রশিক্ষণশেষে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান প্রশিণক্ষপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

মাননিয়ন্ত্রণ

এমএসইউর আয়োজনে এলজিইডি সদর দপ্তরে গত ১৫-১৯ মার্চ ২০০৯ পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলীদের মান নিয়ন্ত্রণ শীর্ষক ৫দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালক জনাব মুহাঃ আজিজুল হক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী এবং নির্মাণ পর্যায়ে কাজের গুনগতমাণ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী। তা না হলে টেকসই নির্মাণ সম্ভব নয়। ৩০টি পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলীগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ফিন্যানসিয়াল এন্ড অপারেশনাল এ্যাকশন প্ল্যান

গত ২৬-২৭ জানুয়ারী এবং ২৪-২৫ মার্চ ২০০৯ দুই ব্যাচে বিএমডিএফ এর অনুরোধে এমএসইউ এর আয়োজনে এলজিইডি সদর দপ্তরে ফিন্যানসিয়াল এন্ড অপারেশনাল এ্যাকশন প্ল্যান শীর্ষক দু'দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ব্যাচে ৩০টি পৌরসভার সচিব ও হিসাব রক্ষকগণ এবং দ্বিতীয় ব্যাচে এমএসইউর ২২ জন সহকারী পরিচালক ও পরামর্শকগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালক জনাব মুহাঃ আজিজুল হক। ■

জিটিজেড এর সঙ্গে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর

গত ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ এলজিইডির সদর দপ্তরে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প ও জার্মান সরকারের কারিগরি সহায়তা প্রতিষ্ঠান জিটিজেড এর মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পৌরসভাসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ৩৫টি পৌরসভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এলজিইডির পক্ষে এবং এ্যাকটিং কান্ট্রি ডিরেক্টর এরিক অটো গম জিটিজেড এর পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহঃ আজিজুল হক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল্লাহ্, কেএফডব্লিউ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিসটোভ ইন্সম্যান এবং জিটিজেড এর গুড আরবান গভর্নেন্স প্রকল্পের প্রিন্সিপাল এ্যাডভাইজার মিঃ আলেকজান্ডার জ্যাক নও এসময় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত ৪ নভেম্বর ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে প্রকল্পের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ■

প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে

- অধ্যাপক আতাউর রহমান, মেয়র চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা

প্রশ্নঃ পৌর চেয়ারম্যান এবং বর্তমানে মেয়র হিসেবে পৌরসভা পরিচালনার বিষয়ে কিছু বলুন।

মেয়রঃ ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে ১ম বার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ১৯৯৯ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত পৌরসভার দায়িত্ব পালন করি। সে সময় পৌরসভার কাজে-কর্মে তেমন শৃংখলা ছিল না। জনগণের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা ছিলো খুবই কম। পৌরকর আদায়ের হার ছিলো অপ্রতুল। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে ২য় বার নির্বাচিত হয়ে দায়িত্বভার গ্রহণের পরেই পৌরসভার কাজে-কর্মে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রত্যেক শাখায় একজন কাউন্সিলরকে আহবায়ক ও শাখা প্রধানকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠন করি। প্রত্যেক মাসে একাধিকবার শাখা প্রধান ও কাউন্সিলরকে নিয়ে কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা করেছি। জনগণকে বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, পৌরসভার সেবা নিতে হলে সময় মতো পৌরকর দিতে হবে। এতে জনগণ সাড়া দিয়ে কর পরিশোধে আগ্রহী হন। ঠিক সে সময় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ আসে। ইউজিআইআইপি এর মাধ্যমে পৌরসভার কাজে-কর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এসেছে, জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্নঃ পৌরসভা একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলো কী?

মেয়রঃ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পৌরসভার প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে ঃ পৌরসভার আর্থিক অস্বচ্ছলতা, নাগরিকদের অসচেতনতা, পৌরসভার সঙ্গে পৌরবাসীর সম্পৃক্ততা না থাকা, দক্ষ জনবলের সংকট এবং স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অভাব।

প্রশ্নঃ কীভাবে এসব সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে নাগরিকদের পৌরপরিসেবা দেয়া নিশ্চিত করা যায়?

মেয়রঃ নাগরিকদের পৌর পরিসেবা প্রদানের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে অর্থ স্বল্পতা। পৌরসভার আর্থিক দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমি মনে করি পৌর পরিসেবা প্রদান নিশ্চিত করতে যে পদক্ষেপগুলো নেয়া প্রয়োজন তা হলো ঃ

- আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভার রাজস্ব আয় বাড়ানো
- নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- পৌরসভার সঙ্গে পৌরবাসীর সম্পৃক্ততা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ওয়ার্ড পর্যায়ে ডব্লিউএলসিসি ও কেন্দ্রীয় ভাবে টিএলসিসি গঠন
- স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে অথবা প্রকল্পের সহায়তায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সাপোর্ট দেয়া
- পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যান, ড্রেনেজ মাষ্টার প্ল্যান, অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেগুলো অনুসরণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- পৌরসভায় ২৪ ঘন্টা টেলিফোন সার্ভিস চালু করে নগরবাসীর সেবার মান বাড়িয়ে দেয়া।

প্রশ্নঃ উন্নয়নকে টেকসই করতে কী ধরণের পদক্ষেপ নেয়া জরুরী বলে আপনি মনে করেন?

মেয়রঃ ইউজিআইআইপি এর মাধ্যমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ মাষ্টার প্ল্যান এবং মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (এমআইডিপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। সেগুলোকে অনুসরণ করে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরবর্তীতে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের সময় স্থানীয় জনগণকে কাজের ধরণ সম্পর্কে জ্ঞাত করা, তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী পৌরসভার পক্ষ থেকে যথাযথ সংস্কার/মেরামতের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ উন্নয়নকে টেকসই করতে সুবিধাভোগী হিসেবে নয়, জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

মেয়রঃ উন্নয়নকে টেকসই করতে ভোক্তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত। পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কেননা সুবিধাভোগীদের কাজ উন্নয়নের সুফল ভোগ করা ; কিন্তু উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অংশীদার করলে জনগণের মধ্যে ওনারসীপ তৈরী হবে। এতে উন্নয়ন যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় এ জন্য জনগণের মমতা সৃষ্টি হবে। কাজেই আমি বলবো উন্নয়নকে টেকসই করতে সুবিধাভোগী হিসেবে নয় জনগণকে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে।

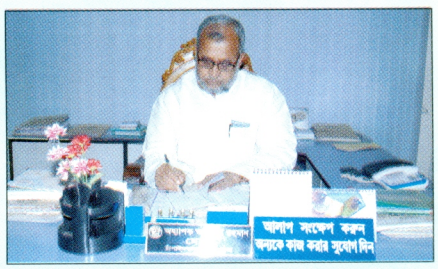

প্রশ্নঃ পৌরবাসী এবং পৌরসভার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করা কতটা জরুরী? কীভাবে তা তৈরী করা যায়?

মেয়রঃ পৌরবাসী এবং পৌরসভার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা পৌরসভা সম্পর্কে পৌরবাসীর স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে পৌরসভার উন্নয়ন সম্ভব নয়। পৌরসভার দায়িত্ব কী অর্থাৎ কী ধরণের সেবা জনগণ পৌরসভা থেকে পাবে, আবার পৌরবাসী হিসেবে পৌরসভার উন্নয়নের জন্য তাঁদের কী দায়িত্ব বা কর্তব্য, সে সম্পর্কে পৌরবাসীর একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা অপরিহার্য। টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি গঠন করে পৌরসভার কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এবং তাঁদের মতামত গ্রহণ করা, বাজেট প্রণয়নে জনগণের সম্পৃক্ততা, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা এবং তাঁদের সম্পৃক্ত থাকা আবশ্যক। এভাবেই পৌরসভার সঙ্গে পৌর জনগণের সেতু বন্ধন তৈরী হবে।

প্রশ্নঃ নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়ন কতোটা কার্যকর বলে মনে করেন?

মেয়রঃ এদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ বাদ দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা করলে তা টেকসই হওয়ার যুক্তি সঙ্গত কোনও কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া শতভাগ উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। এছাড়াও নারীদের অধিকার, নারীদের দায়িত্ব/কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নারী নেতৃত্বই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বলে মনে করি। কাজেই নারীকে নারী হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে দেখতে হবে, আর তাতেই অর্জিত হবে কার্যকর উন্নয়ন।

প্রশ্নঃ পৌরসভার দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য মেয়র হিসেবে আপনার কী ধরণের পরিকল্পনা রয়েছে?

মেয়রঃ পৌর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জরিপের মাধ্যমে ২২টি এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইউজিআইআইপি এর মাধ্যমে ১০টি এলাকায় ঋণদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, শিশুদের জন্য স্যাটেলাইট স্কুল চালু করা হয়েছে এবং ভৌত অবকাঠামো যেমন-ফুটপাত, ড্রেন, ডাষ্টবিন, সড়কবাতি, টিউবওয়েল, ল্যাট্রিন নির্মাণ কাজ চলছে। অবশিষ্ট এলাকাগুলোতেও একই ধরণের কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্প শেষেও এসব কার্যক্রম অব্যহত রাখা হবে।

প্রশ্নঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আপনার পৌরসভা কতোটা এগিয়েছে?

মেয়রঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা কতোটা এগিয়েছে তার রায় দেবে জনগণ। আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সে লক্ষ্যে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- পৌর ভবনের প্রধান ফটকে অত্যাধুনিক সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। যে কেউ পৌরসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। এখানে কোন কাজ কতোদিনের মধ্যে কোন শাখা থেকে কী পরিমাণ ফি জমা দিয়ে পাওয়া যাবে এসব তথ্য রয়েছে।
- মেয়র, কাউন্সিলর এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গোপন অভিযোগ কিংবা কোনও পরামর্শ দেয়ার ইচ্ছা থাকলে তা গ্রহণের জন্য অভিযোগ/পরামর্শ বক্স স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রধান ফটকে অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে সব ধরণের ফরম দেয়া, জনগণের আগমনের উদ্দেশ্য জানা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া, আবেদনপত্র গ্রহণ, অক্ষর-জ্ঞানহীনদের আবেদনপত্র লিখতে সহযোগিতাসহ নানাবিধ সহায়তা দেয়া হয়।
- জনগণের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যর্থনা কেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা টেলিফোন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। একটি রেজিষ্টারে টেলিফোনে প্রাপ্ত ম্যাসেজ লিপিবদ্ধ করা এবং সংশ্লিষ্ট শাখাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিক অবহিত করা হয়।
- একজন কাউন্সিলরের নেতৃত্বে শাখা প্রধানকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি কমিটি ২০ তারিখের মধ্যে শাখার কাজের অগ্রগতি এবং সমস্যাদি প্রতিমাসের ২৪ তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিভাগীয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করে। আন্তঃবিভাগীয় কমিটির সভার সুপারিশমালা প্রতিমাসের ২৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পৌর পরিষদের সভায় আলোচনার মাধ্যমে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- নিয়মিত ডব্লিউএলসিসি এবং টিএলসিসির সভা ছাড়াও মহিলা কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে উঠান বৈঠক, জেন্ডার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পৌর কর ও পানির বিল ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করায় জনগণ কর প্রদানে আগের চেয়ে বেশী আগ্রহী হয়েছেন। ■

ইউপিপিআরপির সহায়তায় খুলনায় চক্ষু শিবিরের আয়োজন

ফিতা কেটে চক্ষু শিবিরের উদ্বোধন ঘোষনা করছেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক।

ইউএনডিপি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়নাধীন নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন কমিউনিটির দরিদ্র জনগোষ্ঠি, বিশেষ করে হতদরিদ্র, শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান অসহায় বয়োজ্যেষ্ঠ, যারা চোখের সমস্যায় ভুগছেন অথবা অন্ধত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাদের চক্ষু শিবিরের আওতায় আনা হয়েছে। সিডিসি ক্লাষ্টার কর্তৃক পরিচালিত ৫টি চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে মোট ৫৪২৫ রোগীকে সেবার আওতায় আনা হয়। চক্ষু শিবিরের উদ্বোধন করেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক। চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্যা ব্লাইন্ডনেস (বিএনএসবি) এর চিকিৎসকদের সহায়তায় ১১১৯ জন রোগীকে চোখের পাওয়ার পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র এবং ৪৬৬ জন রোগীকে বিভিন্ন ধরণের অপারেশনের মাধ্যমে চক্ষু সেবা দেয়া হয়। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী শেষ হয় এ কার্যক্রম। ■

নাওভাংগা চরবাসীর স্বপ্ন পূরণের পথে

পৌর এলাকাভুক্ত হয়েও যে জনপদে গড়ে ওঠেনি কোনও অবকাঠামো, লাগেনি নগরের কোনও ছোঁয়া, জনগণ পায়নি নাগরিক সুবিধা, তার নাম চর নাওভাংগা। জামালপুর পৌরসভার অন্তর্গত হয়েও ব্রহ্মপুত্র নদের একটি শাখা চর নাওভাংগার হাজারো বাসিন্দাকে করে রেখেছে বিচ্ছিন্ন। পৌরসভার মূল ভূখন্ডের সঙ্গে সরাসরি নেই কোনও যোগাযোগ ব্যবস্থা।

এই বিচ্ছিন্নতা দূর করে শাখা ব্রহ্মপুত্রের দুপাড়ের জনগণের মধ্যে মেল বন্ধন তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে দ্বিতীয় মাঝারী শহর সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প-২ (STIFPP-2)। শহরের দেওয়ান পাড়া মোড়ে নির্মিত হচ্ছে ৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু। জামালপুর পৌরসভা কর্তৃক প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন সেতুটির ফাউন্ডেশনের কাজ শেষ পর্যায়ে। আগামী নভেম্বর ২০০৯ নাগাদ পাঁচ স্প্যান বিশিষ্ট সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। সেতুটি নির্মিত হলে চরাঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়বে এবং ভবিষ্যতে শহরকে সম্প্রসারিত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ■

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর চাঁদপুর পৌরসভার কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ২৬ মার্চ এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান চাঁদপুর পৌরসভার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি চাঁদপুর পৌরসভা কর্তৃক নির্মাণাধীন পৌর অডিটরিয়াম ভবন নির্মাণ, ইমারজেন্সি ডিজাষ্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রকল্প-২০০৭; পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ও জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তিনি ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন এবং চাঁদপুর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ নাসিরউদ্দিন ভূঁইয়া ও সদর উপজেলা পরিষদ চেয়াম্যান জনাব মোঃ ইউসুফ গাজীর সঙ্গে উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন। ■

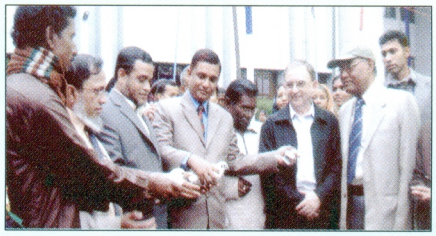

হবিগঞ্জ পৌরসভায় পায়রা উড়িয়ে পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করছেন পুলিশ সুপার জনাব মোঃ রেজাউল করিম। প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ এবং পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব জি কে গউছ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

হবিগঞ্জ পৌরসভায় পিঠা উৎসব

এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের সিডিসি ফেডারেশনের আয়োজনে হবিগঞ্জ পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় গত ২৫-২৬ জানুয়ারী দুইদিনব্যাপী পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পৌর মেয়র আলহাজ্ব জি কে গউছ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পায়রা উড়িয়ে পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার জনাব মোঃ রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপিপিআরপির প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমদ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক মিঃ মাইকেল স্লিংসবি, প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব আজাহার আলী।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিঠা উৎসব কমিটির আহবায়ক শাহ্ কমরউদ্দিন কমরু, সাহিত্যিক তরফদার মোঃ ইসমাইল, টাউন ম্যানেজার কাজী সুলতান আহমদ, সিডিসির সভাপতি জনাব মকবুল হোসেন। মেলায় ৩০টি ষ্টলে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন পিঠা পাওয়া যায়। অনুষ্ঠান অঙ্গণে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রচার, আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তন্নী, ঝিনুক, মালা, লিটন ও মেহেদী। ■

ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর ও ডিএফআইডি প্রতিনিধিবৃন্দের ময়মনসিংহ পৌরসভার কার্যক্রম পরিদর্শন

ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ স্টিফান প্রিজনার গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে ময়মনসিংহ পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ।

চল্লিশ বাড়ি সিডিসিটি পরিদর্শনের সময় তাঁকে সিডিসি গঠনের উদ্দেশ্য, কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। সিডিসি প্রতিনিধিরা ম্যাপের মাধ্যমে সিডিসির সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন। এরপর তিনি আকুয়া চৌড়ঙ্গী ও শানকিপাড়া মাইল কোয়ার্টার সিডিসি পরিদর্শনে যান। আকুয়া চৌড়ঙ্গী সিডিসির দ্বারা পরিচালিত প্রি-স্কুলিং কার্যক্রম, মাশরুম চাষ এবং আর্থ-সামাজিক তহবিল (এসইএফ) এর আওতায় সম্পাদিত ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল ইত্যাদি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। শানকিপাড়া মাইল কোয়ার্টার সিডিসির সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ এবং থোক বরাদ্দ কার্যক্রম এর ওপরে একটি দলীয় সভায় যোগ দেন তিনি।

কান্ট্রি ডিরেক্টর মেঘনা ক্লাষ্টার সেন্টারে ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাকে ক্লাষ্টারের নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখানো হয়। বিকেলে তিনি সিডিসি প্রতিনিধিদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক তহবিলের আওতায় চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ স্টিফান প্রিজনার ময়মনসিংহ পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন ইউপিপিআরপি'র কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি প্রকল্প এলাকায় সিডিসির বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সিডিসির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

এদিকে গত ১৬-১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ যুক্তরাজ্যের আর্ন্তজাতিক সাহায্য সংস্থা ডিএফআইডির একটি প্রতিনিধিদল ময়মনসিংহ পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে। প্রতিনিধিদলে ছিলেন ইউএনডিপির সোশাল ডেভেলপমেন্ট এ্যাডভাইজার মিস রেবেকা কেলডার, ডিএফআইডির রিজিওনাল জেন্ডার কো-অর্ডিনেটর মিস সিনডি বারমান, ইউপিপিআরপির প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব আজাহার আলী। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ বিভিন্ন সিডিসির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ব্লকগ্রান্ট, মাশরুম চাষ, প্রি-প্রাইমারী স্কুল কার্যক্রম ও কমিউনিটির বিভিন্ন ক্লাষ্টার পরিদর্শন এবং পৌরসভার মেয়র এ্যাডভোকেট মাহমুদ আল নুর তারেকের সঙ্গে প্রকল্পের কার্যক্রম ও পৌরসভার অংশীদারিত্বের বিষয়ে আলোচনা করেন। ■

গাজীপুর পৌরসভায় নগর দরিদ্র হ্রাসকরণ কার্যক্রমের প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র এবং গাজীপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক। এসময় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, ইউজিআইআইপির প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন ও এডিবির প্রতিনিধি জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুর পৌরসভায় নগর দারিদ্র হ্রাসকরণ কার্যক্রমের প্রদর্শনী

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচির আওতায় হাতে নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রদর্শনী হয়ে গেল গাজীপুর পৌরসভায়। পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র এবং গাজীপুর ১ আসনের নব নির্বাচিত সংসদ সদস্য আ ক ম মোজাম্মেল হক প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, ইউজিআইআইপির প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন এবং এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রতিনিধি জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম এসময় উপস্থিত ছিলেন।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর পৌরসভার নয়'শ পরিবারকে দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচীভুক্ত করা হয়েছে। পৌরসভার তত্ত্বাবধানে তিনটি এনজিও কর্তৃক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে শহরের দরিদ্র মহিলাদের প্রাথমিক দল গঠন ও সঞ্চয় কার্যক্রম, শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, মা ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদান। ক্ষুদ্রঋণ পাওয়া সদস্যগণ আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ নিয়ে ছোট-খাটো ব্যবসা করে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়োজিত আছেন। প্রদর্শণীতে এনজিও সংস্থা এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (এআরডি) এর আওতাভুক্ত পরিবারের প্রতিনিধিগণ ক্ষুদ্রঋণের টাকায় যে সব কাজ করছেন তা প্রদর্শণ করেন। এর মধ্যে রয়েছে এমব্রয়েডারী, পিঠা তৈরী, টেইলারিং, চুড়ি-ফিতা বিক্রি, মাটির তৈরী গৃহস্থালী সামগ্রী ইত্যাদি। প্রদর্শণীতে স্বাস্থ্যকর্মীগণ মা ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয় তুলে ধরেন।

টিএলসিসির সভা

বিকেলে গাজীপুর পৌর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত নগর সমন্বয় কমিটির সভায় (টিএলসিসি) গাজীপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও প্রাক্তন মেয়র জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। সভায় টিএলসিসির সদস্যবৃন্দ গাজীপুর শহরের সার্বিক উন্নয়নকল্পে মূল্যবান মতামত দেন। তারা শহরের কবরস্থানে সড়ক বাতির ব্যবস্থা ও একটি বিনোদনমূলক আধুনিক শিশুপার্ক স্থাপনের দাবী জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, টিএলসিসির সভা নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি টিএলসিসির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আগামীতে নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রম অব্যহত রাখার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাজমুল হাসান বলেন, পৌরসভা উন্নয়নের মূল শক্তি হচ্ছে পৌরবাসী। শুধু অবকাঠামো উন্নয়নই একটি পৌরসভার উন্নতির মাপকাঠি নয়। অবকাঠামোগুলোকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি পৌরকর আদায় বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য টিএলসিসি সদস্যদের অনুরোধ জানান।

প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন তাঁর বক্তব্যে গাজীপুর পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নে সবার অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এমন একদিন আসবে যখন ঢাকা ও গাজীপুরের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকবে না। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রতিনিধি জনাব নজরুল ইসলাম এসময় উপস্থিত ছিলেন। ■

ইউপিপিআরপি বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে

এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক তহবিল (এসইএফ) এর আওতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত হতদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী এসব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে তাদের মানসিক বিকাশ ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউসেপ বাংলাদেশের সহায়তায় সেবা মূলক এই কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২৮ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম টুটপাড়া সিডিসি ও ইউসেপ বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির আওতায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ১৭ জন ছেলে ও ৯ জন মেয়েকে লেখাপড়া, কারিগরি শিক্ষা, খেলাধুলা, বিনোদন ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে আন্তরিক পরিবেশে তাদের সেবা দেয়া হয়ে থাকে। গত ১৮ জানুয়ারী প্রকল্প পরিচালক আলী আহমেদ এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ■

কুষ্টিয়া পৌরসভায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ডিএফআইডির আর্থিক ও ইউএনডিপির কারিগরী সহায়তায় এলজিইডির তত্ত্বাবধানে কুষ্টিয়া পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পভুক্ত ৩৩টি সিডিসির দরিদ্র শিশুদের মানসিক বিকাশে এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিডিসি-১ এর আয়োজনে আরবান রিসোর্স সেন্টার এবং ইউপিপিআরপির সহায়তায় একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথম পর্যায়ে ১২০০ ছেলেমেয়ে নৃত্য ও সঙ্গীত বিভাগে অংশগ্রহণ করে। পর্যায়ক্রমে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শীর্ষ দশ বাছাই করা হয়। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান। তিনি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এধরনের প্রতিযোগিতা কোমলমতি শিশুদের মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরী করে এবং ভবিষ্যতে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সোপান হিসেবে কাজ করে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সদর আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব খন্দকার রশীদুজ্জামান দুদু। তিনি ভবিষ্যতে এই উদ্যোগকে অব্যহত রাখার অনুরোধ জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব আনোয়ার আলী। পৌর মেয়র দরিদ্র অথচ প্রতিভাবান এসব শিশুদের প্রতিভা ধরে রাখার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউপিপিআরপির প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব এ কে এম আনিসুর রহমান, প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব আজাহার আলী। প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমদ বলেন, পর্যায়ক্রমে প্রকল্পভুক্ত সবগুলো পৌরসভায় এধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। তিনি এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কুষ্টিয়া পৌরসভা এবং আরবান রিসোর্স সেন্টারকে ধন্যবাদ জানান। সঙ্গীতে প্রথমস্থান অধিকার করে উত্তর লাহিনী-২ সিডিসির দোলা রানী কুণ্ডু এবং নৃত্যে প্রথম হয় তিতুমীর সড়ক সিডিসির ঐন্দ্রিলা সরকার অনতু। ■

আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ভৈরব পৌরসভার মহিলা কাউন্সিলর বেগম লাভলী আক্তার। এসময় পৌর মেয়র এ্যাডভোকেট জনাব ফখরুল আলম আক্কাস উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

কাউন্সিলর ও জেন্ডার কমিটির সভাপতি কলি তালুকদার আরতির সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাশেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কাউন্সিলর সমরাজ মিয়া ও ওয়েজখালী সিডিসির সদস্য নিলু বেগম অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন।

ভৈরব পৌরসভা

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পভুক্ত ভৈরব পৌরসভা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় দিবসটি পালন করে। এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার। পৌরসভার সর্বস্তরের জনগণ, পৌর মেয়র, কাউন্সিলর, টিএলসিসির সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিগণ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিশেষে ১নং ওয়ার্ডের ঋষিপট্টি বস্তি উন্নয়ন কমিটি ও পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে পৌরসভার কাউন্সিলর বেগম লাভলী আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পৌরসভার মেয়র এ্যাডভোকেট জনাব ফখরুল আলম আক্কাস।

গোপালগঞ্জ পৌরসভা

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পর সহায়তায় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অংশগ্রহণে গোপালগঞ্জ পৌরসভায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। র‍্যালিশেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক জনাব এস এম আশফাক, পৌরসভার মেয়র হাসমত আলী সিকদার এবং এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব গোপালকৃষ্ণ দেবনাথ। আলোচনাশেষে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ■

মহিলা কাউন্সিলরদের কেন্দ্রীয় ফোরাম গঠন

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে, যারা সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন, এই ফোরামের জন্য আন্তরিক থাকবেন তারাই যেন নির্বাচিত হন। এই ফোরামের অর্জন হতে হবে এমন যেন হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখা যায়। নিজেদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। নিজেদের সমস্যা নিজেদের চিহ্নিত করতে হবে এবং কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় তার পথও খুঁজে বের করতে হবে।

কার্য অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে এগারো সদস্য বিশিষ্ট কার্য নির্বাহী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি (দুইজন), সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও দপ্তর সম্পাদক পদের জন্য অনুষ্ঠিত হয় প্রত্যক্ষ নির্বাচন। পাঁচটি আঞ্চলিক ফোরামের নির্বাচিত সভাপতিগণ পদাধিকারবলে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হন।

কেন্দ্রীয় ফোরামের দুই বছর মেয়াদী নতুন কার্যনির্বাহী কমিটিতে আছেন সভাপতি- বেগম লাভলী আক্তার (ভৈরব পৌরসভা), সহ-সভাপতি বেগম রিনা নাসরিন (কুষ্টিয়া পৌরসভা) ও সাবিহা বেগম (গাজীপুর পৌরসভা), সাধারণ সম্পাদক- বেগম আঞ্জুমান আরা বেগম (ফেণী পৌরসভা), সাংগঠনিক সম্পাদক- বেগম মোরশেদা হোসেন (মানিকগঞ্জ পৌরসভা), দপ্তর সম্পাদক- বেগম হেলেনা আক্তার (গাজীপুর পৌরসভা), এছাড়া কার্য নির্বাহী সদস্য- বেগম সালমা খাতুন (গাজীপুর পৌরসভা), বেগম পারভীন আক্তার খুশী (শেরপুর পৌরসভা), বেগম রেহেনা আহমেদ (কুষ্টিয়া পৌরসভা), বেগম পারুল বেগম (লাকসাম পৌরসভা), বেগম মাসকুরা বেগম (চাঁপাইনবানগঞ্জ পৌরসভা)। ■

কৃতি ছাত্রী

এলজিইডির কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এবং বেগম শামিমা আখতারের কন্যা রুমানা আখতার (রবি) ২০০৮এ অনুষ্ঠিত জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ধানমন্ডি শাখা থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সে সবার দোয়া প্রার্থী। ■

ওএফআইডির সঙ্গে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত

সম্প্রতি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় বাংলাদেশ সরকার ও ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) এর মধ্যে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এক ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইমারজেন্সি ডিজাষ্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রকল্প-২০০৭; পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার এর আওতায় প্রকল্পভুক্ত ২৭টি পৌরসভায় ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভৌত অবকাঠামো পুনর্বাসন কাজে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জার্মানে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জনাব তারিক আহসান এবং ওএফআইডির পক্ষে সংস্থাটির মহাপরিচালক মিঃ সুলেমান জে. আল-হারবিস স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ্য, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জেবিআইসি) এবং কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (সিডা) এর আর্থিক সহায়তায় ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ইমারজেন্সি ডিজাষ্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রকল্প-২০০৭ ; পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ২৭টি পৌরসভায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভৌত অবকাঠামো পুনর্বাসনের কাজ চলছে। ২০১০ সালের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। ■

অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে গেলেন এমএসইউ'র উপ-পরিচালক মোঃ আবদুস সামাদ

কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের উপ-পরিচালক হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালনশেষে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে যান জনাব মোঃ আবদুস সামাদ। তিনি ১৯৭৬ সালে বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংএ স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন।

বাঘাবাড়ি ব্রীজ প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে পল্লী পূর্ত কর্মসূচির সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন, যা পরবর্তীতে এলজিইডিতে রূপান্তরিত হয়। তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে এবং এলজিইডি সদর দপ্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট এর কার্যক্রম শুরুর পর থেকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধিসহ পৌরসভায় কম্পিউটার ভিত্তিক ট্যাকস ও পানির বিল প্রবর্তণ বিষয়ে কাজ করেন। ■

এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের সহায়তায় কুষ্টিয়া পৌরসভায় দরিদ্র শিশুদের মানসিক বিকাশে এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। বিস্তারিত ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

"নারী ও কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা নিরসনে ঐক্যবদ্ধ নারী ও পুরুষ" –এই শ্লোগান নিয়ে এবার ৮ মার্চ পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসটি উপলক্ষে দ্বিতীয় মাঝারী শহর সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্পভুক্ত সুনামগঞ্জ পৌরসভা চত্বর থেকে একটি র‍্যালি শহরের ট্রাফিক পয়েন্ট হয়ে উকিলপাড়া পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে বিভিন্ন সিডিসির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র জনাব নুরুল ইসলাম বজলু ও কাউন্সিলরবৃন্দ, পৌরসভা ও প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং ফ্যাসিলিটেটরগণ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিশেষে পৌরসভার সংরক্ষিত মহিলা আসনের (এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়)

মহিলা কাউন্সিলরদের কেন্দ্রীয় ফোরাম গঠন

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পটি পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়ে নগর পরিচালন পদ্ধতির উন্নয়ন করে থাকে। যার অংশ হিসেবে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা (ইউজিআপ) বাস্তবায়ন করে আসছে। ইউজিআপ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে উন্নয়নে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই ক্ষেত্রের একটি কার্যক্রম হলো পৌরসভায় মহিলা কাউন্সিলরদের ফোরাম গঠন। ইতোমধ্যে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলোকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করে পাঁচটি আঞ্চলিক ফোরাম গঠন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারী এলজিইডির সদর দপ্তরে গঠন করা হয় মহিলা কাউন্সিলরদের কেন্দ্রীয় ফোরাম।

কেন্দ্রীয় ফোরাম গঠনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান। সভাপতিত্ব করেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মুহঃ আজিজুল হক। উপস্থিত ছিলেন ইউজিআইআইপি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন।

প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন তার স্বাগত বক্তব্যে আগত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মহিলা নেতৃত্ব বিকাশ এবং পারস্পরিক যোগাযোগকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে ৫টি অঞ্চলে মহিলা কাউন্সিলরদের আঞ্চলিক ফোরাম গঠন করা হয়েছে। আজ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ফোরাম গঠন করা হবে। ইউজিআইআইপি এর আওতাভুক্ত পৌরসভার মধ্যে এই ফোরাম গঠন করা হলেও ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সবগুলো পৌরসভা কেন্দ্রীয় ফোরামের ছাতার নীচে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ নাজমুল হাসান বলেন, এলজিইডি শুধু একটি প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠান নয়, বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, পৌরসভার মহিলা কাউন্সিলরদের কেন্দ্রীয় এই ফোরাম জাতীয় পর্যায়ে নারীদের স্বাবলম্বী করার জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখবে। পুরুষের পাশাপাশি তারা সমানতালে কাজ করবে। তিনি বলেন, সৃজনশীল চিন্তা নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যাতে নারীরা উপকৃত হয়, সাধারণ মানুষ আশান্বিত হয় এবং মহিলারা নেতৃত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। বাংলাদেশে মহিলাদের বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। তাদের সঙ্গে আইডিয়া শেয়ার করতে হবে এবং সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নব নির্বাচিত কমিটি নতুন নতুন কার্যক্রম হাতে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব মুহঃ আজিজুল হক বলেন, কেন্দ্রীয় ফোরাম গঠন একটি প্রসংশনীয় উদ্যোগ। এই ফোরাম বাংলাদেশের মহিলা নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং তাদের কার্যক্রম মাইল ফলক হয়ে থাকবে। নিজেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কাজ করা হয়, সে কাজের স্থায়ীত্ব হয় দীর্ঘমেয়াদী এবং অন্যদের জন্য অনুকরণীয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নবগঠিত ফোরাম নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্ম নিবেদিত হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানশেষে শুরু হয় কার্য অধিবেশন। এডিবির প্রতিনিধি বেগম ফেরদৌসী সুলতানা এবং বেগম রোকেয়া খাতুন এসময় যোগদেন। বেগম ফেরদৌসী সুলতানা বলেন, এই ফোরাম সবল হবে না দুর্বল হবে তা নির্ভর করবে নেতৃত্বের ওপর। নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দরকার নেটওয়ারকিং এর। মহিলা কাউন্সিলররাই পারেন নারীদের অধিকার আদায়ে সহায়তা করতে। বেগম রোকেয়া খাতুন বলেন, পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। নেতাদের সঙ্গে একই সমতায় একাত্ব হতে হবে। শুধুমাত্র ফোরামের সদস্যপদ গ্রহণের (এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়)

পৌরসভার মহিলা কাউন্সিলরদের কেন্দ্রীয় ফোরাম গঠন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মুহঃ আজিজুল হক।

সম্পাদক : মুহঃ আজিজুল হক, পরিচালক UMSU, আরডিইসি (লেভেল-৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৩৭৬০
সম্পাদক কর্তৃক UMSU'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত।